গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা
www.shed.gov.bd

নম্বর- ৩৭.০০.০০০০.৯৫.২৭.২৯.২০২১. ৩৬৫

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৭ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, ড. মোহা. মোকবুল হোসেন (৪৩৫৪), অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যামিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রাক্তন চেয়াম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী)-এর বিরুদ্ধে গত ১৫/০১/২০২০ তারিখ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহীর সংস্থাপন শাখার ২০০৫ সংখ্যক স্মারকে ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে বিধিবহির্ভূততভাবে পদোন্নতির আদেশ প্রদান ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তের জন্য নির্ধারিত তারিখ অবহিত থাকা সত্বেও তদন্তে অনুপস্থিত থেকে দায়িত্ব অবহেলার কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ এনে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং এ অভিযোগে কেন তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(১) বিধির আওতায় শাস্তি প্রদান করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন, ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং গত ০৭/০৪/২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, বিস্তারিত তদন্ত শেষে গত ৩০/০৬/২০২২ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ড. মোহা. মোকবুল হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রমাণক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূতভাবে পদোন্নতি প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

সেহেতু, ড. মোহা. মোকবুল হোসেন (৪৩৫৪), অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যামিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" অর্থাৎ ৪র্থ গ্রেডের ৫০,০০০-৭১,২০০/- টাকা বেতন স্কেলের নিম্নতম ধাপ ৫০,০০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ-সূচক "লঘুদন্ড" প্রদান করা হলো; দন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫০,০০০-৭১,২০০/- টাকা বেতন স্কেলের (৪র্থ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন, তবে তিনি বকেয়া কোনো আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। তার বিরুদ্ধে আনীত অপর অভিযোগ অর্থাৎ তদন্ত কমিটির তদন্তকালে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৭//২০২৩
(সোলেমান খান)
সচিব

নম্বর- ৩৭.০০.০০০০.৯৫.২৭.২৯.২০২১. ৬৬৫/২(৭)

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৭ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (ড. মোহা. মোকবুল হোসেন এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
৩। উপসচিব (কলেজ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ ও ফিন্যান্স কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা.....।
৭। ড. মোহা. মোকবুল হোসেন (৪৩৫৪), অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যামিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৯/৭/২০২৩

(মো: শাহীনুর ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ২২২৩৩৫৪২৬৫